স্বজন

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

BCSWN

UNITY FOR EQUITY

BANGLADESH CIVIL SERVICE WOMEN NETWORK

BCSWN
UNITY FOR EQUITY

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

www.bcswomen.net.bd

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

স্বজন
দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ
জিকরুর রেজা খানম এনডিসি
প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ
ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ইয়াসমিন সুলতানা
সায়লা ফারজানা
শেখ মোমেনা মনি
হাসনাত সাবরিনা
মাহমুদা আফরোজ লাকি

প্রচ্ছদ
লোকন বড়ুয়া রূপম

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস
এলজিইডি সদর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশকাল
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

উৎসর্গ

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে যে সকল
নারীশক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে
আজকের নারীদের অবস্থান ও
ক্ষমতায়নের উৎস, সে সকল মহতী
ও আলোকিত অগ্রজদের জানাই
গভীর কৃতজ্ঞতা।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কিছু কার্যক্রম

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক-এর উদ্বোধনী ও জেন্ডার গাইড লাইন হস্তান্তর

ওয়ার্কশপ আয়োজনে নেটওয়ার্ক

আলোর পথে

দেশের শাসন ব্যবস্থায় মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিভিল সার্ভিসের জন্ম। তৎকালীন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিল মূলত প্রথমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (১৭৬৫-১৮৫৮) এবং পরে ব্রিটিশ রাজের (১৮৫৮-১৯৪৭) রাজস্ব আদায় ও আইন শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে। কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিস (সিসিএস) হিসেবে ১৮৫৩ সালে সিভিল সার্ভিসের কাঠামো প্রবর্তিত হয় যা ১৮৬১ সালে নতুন নামকরণ হয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস)। ১৮৫৩ সালের পূর্বে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নয় বরং কোর্ট অব ডিরেক্টরদের এক একজন সদস্যের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এ নিয়োগ দেয়া হতো। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকায় খুব কম সংখ্যক ভারতীয়ই আইসিএস হিসেবে যোগদান করতে পারতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও মনোবল ক্ষুন্ন হতে শুরু করলে ৩৩% ভারতীয় প্রার্থীদের মধ্য হতে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলেও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব কার্যত ছিল না বললেই চলে। কারণ ছিল উপযুক্ত শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার অভাব। ব্রিটিশ রানী শাসিত ভারতেও আইসিএস এ কেবলমাত্র পুরুষেরাই ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত নিয়োগ পেতেন। ১৮৫৪ সালে Northcote Travelyan Report যাকে আধুনিক সিভিল সার্ভিসের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় সেখানেও মহিলাদের সম্পর্কে একটি বাক্যও লেখা হয়নি। সকল Reference এ gentleman, men & boys বলে উল্লেখ ছিল। ইউরোপে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এ ধরণের Soft career ধরে। কিন্তু এ উপমহাদেশে নারীদের দেখা গেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ও শহীদ মিনারে স্থপতি হিসেবে, ভাষা আন্দোলনে, সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে মিছিলের প্রথম সারিতে, স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বগাঁথায়ও। যা প্রমাণ করে মেয়েদের যোগ্যতার অভাব নয় বরং প্রশাসনে অংশগ্রহণের চিন্তার দুয়ারটি বন্ধ ছিল।

১৯৪৭ এর পর পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসেও (সিএসপি) ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা হয় স্বতন্ত্র জাতি গোষ্ঠীসহ পাঁচটি প্রদেশের শাসনকাল পরিচালনার কাঠামো ধরে রাখার প্রয়োজনে। তবে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসন আমলে সকল ধরণের সিভিল সার্ভিসে মেয়েরা কাজ করতে পারে এমনটা ধারণার মধ্যেই ছিল না। পায়রাবন্দের মহিয়ষী নারী বেগম রোকেয়া ১০০ বছর আগেই তাঁর মনের কথা জানিয়েছিলেন সুলতানার স্বপ্নে যা তাঁর শুধু কল্পনা ছিল না- ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর মতো কর্মময় জীবন চেয়েছিলেন যোগ্য নারীদের জন্যও। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্নকে কল্পনা বিলাস মনে করতে

করতেই প্রায় ১০০ বছর চলে গেল। মেয়েরা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিবন্ধকতায় পড়ে পিছিয়ে গেল প্রায় ২০০ বছর।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানেই নারী-পুরুষের সম অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছিল। অবৈতনিক শিক্ষা, কোটা পদ্ধতির প্রচলন প্রথম দিকে চাকুরিতে প্রবেশে মেয়েদের এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছিল। সিভিল সার্ভিসে এখনও মাত্র ১০ ভাগ কোটা থাকলেও কোন কোন ব্যাচে ইতোমধ্যে ৩০% নারী কর্মকর্তা স্বগৌরবে তাঁদের স্থান করে নিয়েছে যা প্রমাণ করে তাদের যোগ্যতা। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মিলিত মেধা তালিকায়ও মেয়েরা ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সকল সদস্যের মুখ উজ্জ্বল করার মত গৌরবের অধ্যায় রচিত হয়েছে এতে।

আশা করা যায় এই সমন্বিত ফোরাম বিসিএস নারী কর্মকর্তাদের পক্ষে মুখপাত্র হিসেবে সরকারের নিকট বিভিন্ন সুপারিশ মালা তুলে ধরতে সক্ষম হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্মরণিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই স্মরণিকায় সিভিল সার্ভিসে কর্মরত নারী কর্মকর্তাদের তথ্য উপাত্ত প্রকাশের মাধ্যমে আন্তঃ যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মকর্তাদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি। ভবিষ্যতে এ ফোরাম নিয়মিতভাবে এ ধরণের প্রকাশনা অব্যাহত রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সভাপতি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক
ও
সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে চলছে। পিছিয়ে নেই বিশ্বের যেকোন অঞ্চলের নারীদের চেয়ে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সরব পদচারণা। আজকের বাংলাদেশ যে গৌরবদীপ্ত অবস্থানে পৌছেছে তার মূল কারিগর কিন্তু মেয়েরাই। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই নারীদের অগ্রগতির পথটি তৈরী করে গেছেন। তারই উত্তরসুরী সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ়, সুপরিকল্পিত ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এক অনন্য অবস্থানে পৌছেছে। শুধু তাই নয় অন্যান্য অনেক দেশের জন্য উদাহরণ হিসেবে নিজেকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে।

একারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ বিশ্বের ক্ষমতাধর প্রথম সারির দশজন রাষ্ট্রনায়কদের একজন। শুধু তাই নয়, বিশ্বের প্রথম সারির দশজন চিন্তাশীল রাষ্ট্রপ্রধানদের একজনও তিনি। এ স্বীকৃতি আমাদের নয়, বিশ্বদরবারের। নারী হয়েও তিনি পেছনে ফেলেছেন বহু উন্নত দেশের পুরুষ রাষ্ট্র প্রধানদের। এ আমাদের পরম গৌরবের বিষয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। তার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে দেশ, এগিয়ে চলেছে এ দেশের নারীরাও। কোন প্রতিকূলতাই তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি, যেখানেই সুযোগ পেয়েছে সেখানেই নারীরা রাখছে প্রতিভার স্বাক্ষর। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিল্প, বিনিয়োগ, ব্যাংকিং, পুলিশ, সেনাবাহিনী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সকলক্ষেত্রেই নারী রেখে চলেছে তার সৃজনী প্রতিভা আর দক্ষতার ছাপ। আমাদের পোষাক শিল্প দাঁড়িয়ে আছে নারীর শ্রমের উপর। আর এই নারীরা এসেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে। তেমন কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রমাণ করে চলেছে নিজেদের দক্ষতা। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক অগ্রসর দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করেছে। এও এক অনন্য অর্জন আমাদের।

তারপরও কথা থেকে যায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষকেই বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়। নারীর জন্য সে পথ হয়ে উঠে আরো কন্টকাকীর্ণ। দীর্ঘদিনের পিছিয়ে থাকা

সামাজিক অবস্থানের কারণে নারী পায় না তার প্রাপ্য মর্যাদা, প্রাপ্য অধিকার। সে অধিকার নিশ্চিত করতে, নারীর পথ চলা সুগম করতে এগিয়ে এসেছে আমাদের এই সংগঠন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক। হাঁটি হাঁটি পা পা করে যাত্রা শুরু করেছে এই সেদিন ২০১০ এর অক্টোবরে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত সকল নারী কর্মকর্তার জন্য জেন্ডার সাম্য এবং বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং সিভিল সার্ভিসে নারীদের অবদানকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পৌছাতেই এই অরাজনৈতিক নেটওয়ার্কের জন্ম।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এ স্যুভেনিয়ের সকল লেখাই এর সদস্যদের। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি বের করতে হয়েছে বলে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি, মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানো সম্ভব হয়নি, যে জন্য সম্পাদনা পরিষদ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

এ স্মরণিকা প্রকাশে নেটওয়ার্কের প্রতিটি সদস্য সহযোগিতা ও শ্রম দিয়েছেন, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তবে নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন, অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তার ঋণ স্বীকার না করলে অকৃতজ্ঞ হতে হয়। কৃতজ্ঞতা জানাই স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেককে যিনি স্বেচ্ছায় এ স্যুভেনির মুদ্রণের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীকে। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া, জনাব লোকন বড়ুয়া রূপম ও তাদের কর্মবাহিনীকে। যাদের নিরলস পরিশ্রম ও সহযোগিতায় এ স্যুভেনিয়র প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

জিকরুর রেজা খানম এনডিসি
আহ্বায়ক
সম্পাদনা পরিষদ

সূচিপত্র

আলোর পথে ‖ ০৫

সম্পাদকীয় ‖ ০৭

উপদেষ্টা পরিষদ ‖ ১০

নির্বাহী পরিষদ ‖ ১১

মহা-সচিব এর বার্ষিক প্রতিবেদন ‖ ১৩

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন ‖ ১৯

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের আগামী একবছরের সম্ভাব্য বাজেট ‖ ২১

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্কের গঠনতন্ত্র ‖ ২২

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কিছু কার্যক্রম ‖ ৩২

বিবন্ধ

নাছিমা বেগম এনডিসি ঃ নারীর ক্ষমতায়ন ঃ সরকারের উদ্যোগ ‖ ৩৫

ফরিদা নাসরীন ঃ জন প্রশাসনের নীতি নির্ধারণী স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন ‖ ৫১

শাহনাজ পারভীন ঃ পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কতিপয় করণীয় ‖ ৫৪

কবিতা

সাবিনা ইয়াসমিন ঃ তোমার পতাকা বাহী ‖ ৫৯

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা ঃ স্মৃতির গন্ধ ‖ ৬০

লুৎফুন নাহার বেগম ঃ চুরুটের স্ফুলিঙ্গ উড়ে যায়, পরাণে গহন ক্ষত ‖ ৬১

ড. শাহিদা আকতার ঃ শূন্যতায় বসবাস ‖ ৬২

গল্প

ইয়াসমিন সুলতানা ঃ ক্ষরণ ‖ ৬৩

মাজেদা রফিকুন নেছা ঃ ডি.এন.এ ‖ ৬৫

প্রবন্ধ

সালমা বেগম ঃ নারীর ক্ষমতায়ন একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা ‖ ৬৭

শাওন শায়লা ঃ বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওর্য়াক ‖ ৭১

ফিচার

ফারহানা আইরিছ ঃ দেখেছি বাংলা রূপ ‖ ৭৩

সদস্য পরিচিতি ‖ ৭৫

উপদেষ্টা পরিষদ

সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

বেগম রোকেয়া সুলতানা
সিনিয়র সচিব (অব), সদস্য, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন।

বেগম মুশফেকা ইকফাৎ
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

বেগম রীতি ইব্রাহিম
সচিব (অব), পরিসংখ্যান বিভাগ।

ড. শেলীনা আফরোজ
সচিব (অব), মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়।

প্রফেসর ফাহিমা খাতুন
মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

ডাঃ মাখদুমা নার্গিস
চিফ কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ব্যাস্ট হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি)।

নির্বাহী পরিষদ

সভাপতি	ঃ	**সুরাইয়া বেগম,** *এনডিসি* সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সহ-সভাপতি	ঃ	**নাছিমা বেগম,** *এনডিসি* সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহ-সভাপতি	ঃ	**দিলরুবা** সচিব, (অবসরোত্তর ছুটিতে) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সহ-সভাপতি	ঃ	**প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ** চেয়ারম্যান (অব) ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
মহা সচিব	ঃ	**নাসরিন আক্তার** অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
যুগ্ম-মহাসচিব	ঃ	**ড. নমিতা হালদার,** *এনডিসি* অতিরিক্ত সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
যুগ্ম-মহাসচিব	ঃ	**রৌশন আরা বেগম** ডিআইজি, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	**রাশিদা বেগম** যুগ্ম-সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	**সায়লা ফারজানা** উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
দপ্তর সম্পাদক	ঃ	**শিরীন রুবী** উপ সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
কল্যাণ সম্পাদক	ঃ	**তানিয়া খান** সি.সহ. প্রধান, পার্বত্য ও চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য সম্পাদক	ঃ	**সালমা বেগম** সহকারী অধ্যাপক, সরকারী তিতুমীর কলেজ
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	**জিকরুর রেজা খানম,** *এনডিসি* অতিরিক্ত সচিব, নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	**নন্দিতা রাণী সাহা** নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কিছু কার্যক্রম

প্রকাশনায় নেটওয়ার্ক

সাংস্কৃতির কার্যক্রমে নেটওয়ার্ক

মহা-সচিব এর বার্ষিক প্রতিবেদন

মাননীয় সভাপতি
BCSWN এর সুপ্রিয় সদস্যবৃন্দ
আসসালামু আলাইকুম।

১.০ আমাদের আজকের এই ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ, ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তাদের একটি আনুষ্ঠানিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন। সংগঠনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় এবং UNDP এর আওতাধীন সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগামের সহযোগিতায় অক্টোবর ২০১০ সালে আত্মপ্রকাশ করে এবং ০৭/০৭/২০১১৩ সালে এটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে (নিবন্ধন নম্বর ঢ-০৯০৫৮)। ফোরামের ৫ম সাধারণ সভা হিসেবে ফোরাম সম্পর্কিত কিছু তথ্যাদি সকলের সামনে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

২.০ ফোরামের উদ্দেশ্য

সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে এ ফোরাম নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে পরিচালিত হচ্ছে ঃ

২.১ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত নারী কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি নেটওর্য়াক ও যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরী করা;

২.২ সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও একাত্মবোধ জাগ্রতকরণ এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ;

২.৩ বাংলাদেশের সংবিধান ও জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডো) অনুযায়ী নারী কর্মকর্তাদের ন্যায়সংগত অধিকার এবং তাদের বিশেষ চাহিদা (Special Need)–র সাথে সংগতিপূর্ণ, সময়োপযোগী এবং চাকুরী সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক পলিসি সাজেশন তৈরী করা;

২.৪ সামাজিক যোগাযোগ, মননশীলতার বিকাশ এবং সকল সদস্যের জন্য কল্যাণমূলক কাজ যেমন-চিকিৎসা সহায়তা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কোন বিপর্যয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.৫ জনপ্রশাসনের চাকুরী হতে অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ, তাদেরকে নেটওয়ার্কের কাজে সম্পৃক্তকরণ;

২.৬ সদস্যবৃন্দের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাঁদের

স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা;

২.৭ জনপ্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সম্পর্ক/যোগাযোগ স্থাপন করা;

২.৮ বিসিএসে কর্মরত নারী কর্মকর্তাদের জন্য বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান সাধারণ সমস্যা চিহ্নিত করে এগুলোর সমাধানের জন্য সরকারের কাছে পলিসি সাজেশন উপস্থাপন করাই এই ফোরামের মূল লক্ষ্য।

৩.০ ফোরামের কার্যক্রম

৩.১ ফোরাম প্রতিষ্ঠার পর আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সুপরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিল তিল করে ফোরামের সদস্যবৃন্দের তথা আন্তঃক্যাডার সম্পর্কের ছোট চারা গাছটি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এ অর্জন আমাদের সকলের এবং এ জন্য সকলকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই।

৩.২ সুধীবৃন্দ, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই পথপরিক্রমায় ফোরামকে নানা প্রতিকূলতা পার হতে হয়েছে। চাকুরী জীবনের কর্মময় এই ব্যস্ততার কারণে আমরা আমাদের পরিকল্পনা মাফিক ফোরামের কার্যক্রমকে সকলের মাঝে তেমন দৃশ্যমান করতে পারিনি; আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাতে পারিনি, এজন্য সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ফোরাম কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ সাধারণ সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

৩.৩ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, ফোরামের সকল কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচিত পরিষদ থাকার কথা; BCSWN গঠনের জন্য ২৮ অক্টোবর ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত ১ম কর্মশালায় ফোরামের প্রারম্ভিক কার্যক্রম শুরু সহ এটিকে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে একটি এডহক কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। উল্লেখ্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে জনপ্রশাসন সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বিদ্যমান ২৮টি ক্যাডারের পক্ষ থেকে ১ জন করে সাধারণ সদস্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন পদে ৮ জনসহ মোট ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কার্যনির্বাহী পরিষদ ফোরামের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিনিধি মনোনয়ন চেয়ে সকল ক্যাডার নিয়ন্ত্রনকারী মন্ত্রণালয় সমূহকে অনুরোধ করার প্রেক্ষিতে কয়েকটি ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডার এর মনোনীত সদস্যগণ এডহক কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি পূর্ণাংগ কমিটি আজকের এই সভার মাধ্যমে গঠন করার ক্ষেত্রে আপনাদের সমর্থন প্রত্যাশা করছি। এছাড়াও বিভিন্ন Thematic area-তে কাজ

করার জন্য ৮টি উপ-কমিটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। সর্বোপরি, ফোরামের গঠনতন্ত্রে ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে যেখানে নারী ও পুরুষের অনুপাত ৬ ঃ ৪।

৩.৪ সুপ্রিয় সদস্যবৃন্দ, আপনাদের সদয় জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, বিভিন্ন Thematic area-তে নিম্নোক্ত ৮টি উপ-কমিটি কাজ করেছে/ করে যাচ্ছেঃ

i) সদস্য সংগ্রহ উপ-কমিটি।

ii) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন উপ-কমিটি।

iii) বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন সংক্রান্ত মিটি।

iv) সদস্যদের ডাটাবেইজ হালনাগাদ করণ সংক্রান্ত উপ-কমিটি।

v) বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন উপ-কমিটি।

vi) জেন্ডার অডিটিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন সংক্রান্ত উপ-কমিটি।

vii) নিউজ লেটার/পাবলিকেশন উপ-কমিটি।

৩.৫ সম্মানিত সুধীবৃন্দ, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের প্রায় সহস্রাধিক নারী কর্মকর্তা এই নেটওয়ার্ক নিবন্ধিত সদস্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সংগঠনটি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তাদের কল্যাণে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এই ফোরাম জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এর সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের জন্য একটি "জেন্ডার গাইড লাইন" এবং "বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ" সংক্রান্ত গাইড লাইনের খসড়া প্রণয়ন করছে। খসড়া ২টির উপর ৫টি বিভাগে মতবিনিময় সভাঅনুষ্ঠিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে জেন্ডার গাইড লাইনটি চূড়ান্ত করে আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করেছি। এই জেন্ডার গাইড লাইন পর্যালোচনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ প্রধান সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বেশ কয়েকটি সভা করে এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণ করে। এটি বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারীর অপেক্ষায় রয়েছে। এই সংগঠনের একটি ওয়েবসাইট (www.bcswomen.net) চালু করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ১টি নিউজ লেটার প্রকাশিত হয়েছে; আরো ১টি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য ফোরামের পক্ষ থেকে খসড়া Training Module প্রণয়ন করার পর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে এ মডিউলটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহসাই এটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হবে।

৪.০ ফোরামের সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি

৪.১ প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, যে কোন প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করতে হলে তার সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ এ বিষয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফোরামের নিজস্ব কোন তহবিল না থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে ফোরামের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে CSCMP এর নিকটি থেকে ১টি কক্ষ বরাদ্দ নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ফোরামের যাবতীয় কার্যক্রম উক্ত অস্থায়ী কার্যালয় ৬৩, নিউ ইস্কাটন, বিয়াম ভবনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। সম্পতি গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে BCSWN এর অনুকূলে একটি ভবন বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং এটি BCSWN এর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪.২ উপস্থিত সুধীবৃন্দ, ফোরামের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ভিত্তিক বিজ্ঞপ্তি জারী পূর্বক সভা আহ্বান করা হচ্ছে। সভা শেষে কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ফোরামকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। এক্ষেত্রে আরো কিছু করণীয় থাকলে সেবিষয়েও আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ আমাদের ফোরামের চলার পথকে মসৃন করে তুলবে বলে আশা করছি। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে আনুমানিক ১৫০০ নারী কর্মকর্তা BCSWN এর সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে।

৫.০ ফোরামের আর্থিক স্বচ্ছলতা

৫.১ যে কোন সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল তালিকা শক্তি সংগঠনের আর্থিক ভিত্তি। প্রতিটি পেশাজীবি সংগঠন তাদের সদস্য ফি প্রদানের মাধ্যমে তহবিল গঠন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফোরামের ক্ষেত্রে নানা কারণে সেটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। অফিস ব্যবস্থাপনাসহ ফোরামের অপরিহার্য ব্যয় নির্বাহ করার চাঁদা বাবদ নির্ধারিত ফি নিয়মিত পরিশোধিত হওয়া প্রয়োজন। সদস্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং মাসিক ফি আদায়ের ক্ষেত্রে কোন সুসংহত পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায় কিনা এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। সে সাথে ফোরামের তহবিলকে সুদৃঢ় করার বিষয়ে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নিকট থেকে পরামর্শ আহবান করা যাচ্ছে।

৫.২ সম্মানিত সকল সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের ফোরামকে শাক্তিশালী করে তুলবে এবং এটি ব্যতিক্রমী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বলা প্রয়োজন যে, CSCMP চলমান থাকাকালীন ফোরামের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় ব্যয় উক্ত প্রকল্প থেকে নির্বাহ করা হয়েছে। এসংক্রান্ত বিস্তারিত আয় ব্যয়ের চিত্র কোষাধ্যক্ষ মহোদয় তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন।

৬.০ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও দিক নির্দেশা

৬.১ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, ফোরামের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের

(ঝ) **সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক** ঃ নেটওয়ার্কের সকল সাহিত্য প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজনের ব্যবস্থা করবেন;

(ঞ) **দপ্তর সম্পাদক** ঃ নেটওয়ার্কের যাবতীয় কাগজপত্র, মূল্যবান দলিল সংরক্ষণ করবেন। দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম সদস্যগণকে অবহিত করবেন;

(ট) **উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক** ঃ নেটওয়ার্কের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ/গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ ও সহযোগিতা করবেন;

(ঠ) **নির্বাহী সদস্য** ঃ নেটওয়ার্কের সকল কার্য সম্পাদনে সহায়তা করবেন। কোন সময় সভাপতি এবং সিনিয়র সহ-সভাপতি পদ শূণ্য হয়ে গেলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে একজন সহ-সভাপতিকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হবে। কোন সময় মহাসচিব ও যুগ্ম মহাসচিবের পদ শূণ্য হয়ে গেলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে একজন নির্বাহী সদস্যকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। কোন সময় কোষাধ্যক্ষের পদ শূণ্য হয়ে গেলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে হতে একজনকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হবে।

১৫। **কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনঃ**

(ক) যে কোন ভোটারই কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। একজন ভোটার অন্যান্য ভোটার দ্বারা যে কোন পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন;

(খ) মহাসচিব পদে একই ব্যক্তি দুই বার নির্বাচিত হয়ে থাকলে তিনি উক্ত পদের জন্য আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না;

(গ) নির্বাচনের তারিখ ঃ কমিটির মেয়াদ ০২ (দুই) বছর। প্রতি বছর ০১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে;

(ঘ) নির্বাচন কমিশন ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ পূর্তির কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন আগে কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে;

(ঙ) নির্বাচন কমিশনে ০১ (এক) জন কমিশনার এবং ০২ (দুই) জন সদস্য থাকবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য নির্বাচন কমিশনে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না;

(চ) নির্বাচনের ভোট গননার জন্য অন্যান্য গননাকারীর সাথে ০৩ (তিন) জন সদস্য থাকবেন (যারা বি,সি,এস উইমেন্ নেটওয়ার্কের সদস্য থেকে সভাপতির দ্বারা মনোনীত হবেন);

(ছ) নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা কোন প্রচারে অংশ নিতে পারবেন না;

করেছেন। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি ফোরামের কনিষ্ঠ থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ পর্যন্ত বহু সদস্যের আন্তরিক সহায়তা পেয়েছি। তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমি সর্বদা আন্তরিক ছিলাম। আজ এ সুযোগে আপনারা যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সবাইকে এবং যাঁরা উপস্থিত হতে পারেননি তাঁদেরকেও আপনাদের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

৭.৩ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আবারও জানাই ধন্যবাদ। শত কর্ম ব্যস্ততার মাঝে পরিবারের সান্নিধ্য ছেড়ে এ সভায় সময় দেয়ার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও পারিবারিক শান্তি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আপনাদের সকলকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ।

(নাসরিন আক্তার)
মহাসচিব
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্ক
ও
অতিরিক্ত সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

মাননীয় সভাপতি

ও

BCS Women Network সদস্যবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম

আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি BCS Women Network অক্টোবর ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। এ Women Network এর হিসাব পরিচালনার জন্য জনতা ব্যাংক, আব্দুল গণি রোড শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর খোলা হয়। যার নম্বর ০০২০৬৮৯৪১। উক্ত সঞ্চয়ী হিসাব কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতি বা মহাসচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে। BCS Women Network এর ২০১৪ সালের ০১ জানুয়ারি থেকে ৩০জুন ২০১৫ পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব ও মোট তহবিলের বিবরণী আপনাদের অবগতি ও বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য পেশ করছি।

২। হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন ২০১৫পর্যন্ত সময়ে Civil Service Change Management Programme (CSCMP) থেকে প্রাপ্ত অনুদান, বিজ্ঞাপন বাবদ আয়, সদস্য ফি বাবদ এবং ব্যাংক সুদ বাবদ মোট আয় ১০,৭৩,৪২৩/-(দশ লাখ তিহাত্তর হাজার চারশত তেইশ) টাকা। বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমান ১৪,৬৩,৮৪৮/-(চৌদ্দ লাখ তেষট্টি হাজার আটশত আটচলিশ) টাকা। চলতি তহবিলের জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে জের এর পরিমান ৮,৮৭,৮২২/-(আট লাখ সাতাশি হাজার আটশত বাইশ) টাকা। এ সময়ে ব্যয়ের উপর আয় উদ্বৃত্ত হয়েছে ৪,৯৭,৩৯৭/-(চার লাখ সাতানব্বই হাজার তিনশত সাতানব্বই) টাকা।

৩। বিভিন্ন খাতের মোট আয় ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক) ২০১৪ সালের ১জানুয়ারি থেকে জুন/২০১৫ সময়ের মোট আয় ব্যয়ের হিসাবঃ

ক্র: নং	ব্যয় খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	আয়ের খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
০১	কার্য নির্বাহী কমিটির সভা ১৭/০২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যদের আপ্যায়ন/সম্মানী ভাতা বাবদ ব্যয়	২৫,৯৫৫/	CSCMP থেকে প্রাপ্ত অনুদান	৪২৬০০০/-
০২	সদস্য ফি আদায়ের জন্য চাঁদা রশিদ বই ছাপানো বাবদ ব্যয়	১৮০০/	সদস্য ফি বাবদ (১৫/০৪/২০১৫)আয়	৩১৬৫০০/-
০৩	বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক লিফলেট ৫৫০০০কপি ছাপানো বাবদ ব্যয়	৯৫১৫০/	বিজ্ঞাপন বাবদ আয়	১৩৫৪৫০/-
০৪	৫৫০০০কপি লিফলেট ছাপানো বাবদ ভ্যাট ও ট্যাক্স	১৬৫০১/	এজিএম উপলক্ষে অগ্রিম সমন্বয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ	১৬০৬০২/-
০৫	কনসালটেশন সভা বাবদ ব্যয়	২,৩৩,০৩৮/	ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ (৩০/০৬/২০১৫)	৩১৫৭১/-
০৬	কনসালটেশন সভা বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়	১৬৮৫৬/		
০৭	বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর নিউজলেটার ও লিফলেট -ট্রিপলজ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিতরণ বাবদ ব্যয়	৮৩,৩৭৫/		
০৮	বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর এফডিআর (০২ বছর মেয়াদী) বাবদ ব্যয়	৩০০০০০/		
০৯	বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর এ.জি.এম. বাবদ ব্যয়	৩০০০০০/		
১০	MOU অনুযায়ী অব্যয়িত অর্থ CSCMP কে ফেরত প্রদান	১,৯৯,২১৯/		
১১	বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক সদস্যদের তালিকাভুক্ত কাজ করানোর জন্য অস্থায়ী বাবদ ব্যয়	১৫০০০/		
১২	কো-অর্ডিনেটর এর বেতন (জানু/১৫ থেকে মে/১৫) বাবদ ব্যয়	৮০০০০/		
১৩	৮মার্চ/২০১৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন বাবদ ব্যয়	২৭৫৯৭/		
১৪	কার্য নির্বাহী কমিটির ০৮/০৭/২০১৫ তারিখের সভা বাবদ ব্যয়	১৫৬৫৭/		
১৫	বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর কাকরাইলস্থ অফিস কক্ষ সংস্কার ও মেরামত বাবদ ব্যয়	৪৯৬৫০/		
১৬	ব্যাংক কর্তৃক কর্তন	৫১৮০/		
	মোট=	১৪,৬৩,৮৪৮/	মোট=	১০,৭৩,৪২৩/-